দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 FEB 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 7

স্কুলে কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা

মাধ্যমিক স্কুল পর্বে কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। এই উদ্যোগ তখন সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরে অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষার জন্য পাঠ্যবইটি প্রকাশিত হয়েছে গত বছরের জুন মাসে। ফলে চলতি বছরে পরীক্ষার্থীরা কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পড়া বা পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আগামী বছর কেউ এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে এমন সম্ভাবনাও কম। কারণ পাঠ্যবই তৈরি হলেও স্কুলে এই বিষয়ে পড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এখনও তৈরি হয়নি।

মাধ্যমিক স্কুল স্তরে পাঠ্য হিসেবে কমপিউটার বিজ্ঞান নতুন। জটিল বিষয়টি সহজ-সরলভাবে লেখা, প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের দ্বারা সে লেখা পরীক্ষা করে দেখা এবং তারপর ছাপানোর কাজে হয়তো পাঠ্যবইটি প্রকাশে দেরি হয়েছে। সরকারী কাজে আঠার মাসে বছর—সেটাও হয়তো বিলম্বের জন্য দায়ী। তা সত্ত্বেও পাঠ্যবইটি যে প্রকাশিত হয়েছে সেটা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করায় স্কুলে কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের পুরো উদ্যোগটি চড়ায় ঠেকে আছে।

সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, একটি পার্সোনাল কমপিউটার (পিসি) ও একজন শিক্ষক থাকলে মাধ্যমিক স্কুলে কমপিউটার শিক্ষাকোর্স শুরু করার সুযোগ দেয়া হবে। ভাল কথা। কিন্তু পিসি কেনা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে কে, সেটাই প্রশ্ন। কর্তৃপক্ষ চাইলে এর কোনটাই তেমন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। অভাবটা বিশেষভাবে পরিকল্পিত উদ্যোগের ক্ষেত্রেই।

পিসি কেনার আর্থিক সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের রয়েছে। অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে আজকাল সহজে ও সুলভে কমপিউটার ট্রেনিং গ্রহণ করা যায়। এমনকি বাংলাদেশ কমপিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায়ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে অসম্ভবকে সম্ভব করাই আজকের যুগের বৈশিষ্ট্য। অথচ আমাদের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যেটা সম্ভব সেটাও বাস্তবায়িত করতে পারছেন না।

ঢাকার একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিনাখরচে স্কুলে ৬ মাসের জন্য কমপিউটার শিক্ষক দেয়ার প্রস্তাব করেছে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি ঢাকায় ৪২ জন প্রধান শিক্ষকের জন্য ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা আশা করি এসব উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের আশীর্বাদ লাভ করবে এবং এর সাথে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব উদ্যোগ সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

কমপিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠ্যবইয়ের যে কয়েক হাজার কপি ছাপানো হয়েছিল সেগুলো প্রায় সব বিক্রি হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। সম্ভবত স্কুলের শিক্ষার্থী নয়, উৎসাহী অন্যান্য পাঠকের চাহিদা মেটাতেই এ অবস্থা হয়েছে। বইটি আরো বেশি সংখ্যায় ছাপানো দরকার, যেন এ বিষয়ে পড়তে আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের কাছে সেটা সহজলভ্য হয়।

ধারাবাহিকতা রক্ষার স্বার্থে উচ্চ মাধ্যমিক পর্বেও কমপিউটার বিজ্ঞান চালুর কার্যকর উদ্যোগ এখনই গ্রহণ করা দরকার। এই পর্বের জন্য পাঠ্যবই এখনও রচিত হয়নি। উন্নতমানের পাঠ্যবই রচনায় দেশের প্রতিষ্ঠিত কমপিউটার বিজ্ঞানীদের অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আকর্ষণীয় সম্মানীর ব্যবস্থা করা দরকার।

কমপিউটার ক্রমেই দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। আগামী ৫/১০ বছরের মধ্যে বিশ্বসভ্যতা সেই স্তরে চলে যাচ্ছে যখন একজন শিক্ষিত লোকও কমপিউটার জ্ঞানের অভাবে কার্যত নিরক্ষর বলে গণ্য হতে পারেন। তাই স্কুল পর্যায় থেকে কমপিউটার বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্যোগটি সফল করার জন্য সাধ্যানুযায়ী সবকিছু করা দরকার।